بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ نَحۡمَدُهٗ وَنُصَلِّي عَلَىٰ رَسُولِهِ ٱلۡكَرِيمِ وَعَلَىٰ عَبۡدِهِ ٱلۡمَسِيحِ ٱلۡمَوۡعُودِ

খুতবা জুম'আ

পোপ সাধারণত শান্তির কথা বলেন, কিন্তু আপনাদের খলীফা খোলাখুলিভাবে শক্তিধর জাতিগুলোকে সম্বোধন করে কথা বলেছেন

সত্যিকার অর্থেই তিনি খিলাফতের 'সুলতানে নাসীর' ছিলেন

শ্রদ্ধেয় মৌলভী মাহমুদ আহমদ সাহেবের প্রশংসা সূচক গুণাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক
যুক্তরাজ্যের ইসলামাবাদে মসজিদ মুবারকে প্রদত্ত ১ নভেম্বর ২০১৯ এর খোতবা জুম্মার সংক্ষিপ্তসার

তাশাহহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন ঃ

সম্প্রতি আমি ইউরোপের কিছু দেশ পরিদর্শনে গিয়েছিলাম যেখানে দু'টি দেশ তথা হল্যান্ড এবং ফ্রান্সের সালানা জলসাও অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন মসজিদ উদ্বোধন এবং অ-আহমদীদের সাথে অন্য কিছু অনুষ্ঠানও হয়েছে। ফ্রান্সে ইউনেস্কো'র ভবনে অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠানে ইসলামী শিক্ষামালা তুলে ধরার এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতিতে মুসলমানদের অবদান উপস্থাপন করারও সুযোগ হয়েছে। অনুরূপভাবে বার্লিনে রাজনীতিবিদ ও শিক্ষিত শ্রেণির সামনে ইসলামী শিক্ষা তুলে ধরেছি। তাদের উপর এর বেশ ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে সেগুলো থেকে গুটিকতক ঘটনা এখন আমি সংক্ষিপ্তাকারে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব যা থেকে স্পষ্ট হয় যে, প্রতিটি স্থানে তারা প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা অনুধাবন করার সুযোগ লাভ করেছে।

হল্যান্ডে সালানা জলসার দ্বিতীয় দিনে ডাচ্ অতিথিদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদানেরও সুযোগ হয়েছে। সেখানে ১২৫ জন অমুসলিম ডাচ্ অতিথি উপস্থিত ছিলেন। সেখানকার রোটারড্যাম শহর থেকে আগত একজন অতিথি **হাইমেন মিটার** সাহেব বলেন, 'জলসায় আসার আগে আমি আশঙ্কাগ্রস্ত ছিলাম যে, এই সম্মেলনে মুসলমানরা একত্রিত হচ্ছে, জানি না কী হয়! কিন্তু এখানে এসে শান্তির কথা বলা হচ্ছে দেখে খুবই আশ্চর্যান্বিত হয়েছি। পোপ সাধারণত শান্তির কথা বলেন, কিন্তুআপনাদের খলীফা খোলাখুলিভাবে শক্তিধর জাতিগুলোকে সম্বোধন করে কথা বলেছেন।'

এরপর এক ডাচ দম্পতি এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সবাই উন্নত চারিত্রিক গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন, আর আমার মনে হচ্ছিল, যেন জান্নাত-প্রতীম একটি পরিবেশ। হুযুরের বক্তব্যের বিষয়ে তারা বলেন, আমাদের ওপর এই বক্তৃতা গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে, আর অনুবাদকরাও খুব প্রভাবিত করেছেন, বক্তৃতার সমান্তরালে উত্তম অনুবাদ করা হচ্ছিল। এটা অনুবাদকদের ওপর নির্ভর করে যে,তারা কীভাবে বিষয় বর্ণনা করছে। তাই আমাদের অনুবাদ বিভাগেরও ভাল অনুবাদের বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া উচিত। এম. টি.এ. তে তো অনুবাদ করেই থাকে, কিন্তু বিভিন্ন দেশেও যখনই কোন অনুষ্ঠান বা জলসা হয় তখনও সঠিকভাবে অনুবাদ হওয়া আবশ্যক।

ডেনি হারকিং নামে এক ভদ্রলোক বলেন, আমার খুব ভালো লাগছে। আপনাদের খলীফাও শান্তি ও পারস্পরিক ঐক্যের কথা বলেন। আপনাদের জামা'ত কেবল আহমদীদের সাথেই নয় বরং সকল ধর্মের অনুসারীদের সাথেই উত্তম আচরণ করেন। জগতে বিস্তৃত অশান্তির উল্লেখ তিনি করেছেন এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছেন। আমরা পৃথিবীতে একে অপরের সাথে মিলেমিশে থাকি আর আমাদের সম্মিলিতভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রতিচেষ্টা করা উচিত।

এরপর হল্যান্ডের আলমিরে শহরে জামা'ত মসজিদ নির্মাণ করেছে, এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সাথে সম্পর্কযুক্ত কথা। সেখানে আলমিরে চার্চ-এর চেয়ারম্যান হাইও উইতযেল সাহেব এসেছিলেন। তিনি বলেন, আপনাদের জামা'তের বাণী শান্তির বাণী, আপনাদের খলীফা শান্তি এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার ওপর অনেক সুন্দর বক্তৃতা করেছেন। আলমিরাতে প্রথমে ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্টেন্টরা মিলেমিশে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করত। এখন আশা করি, আহমদীরাও আমাদের সাথে মিলেমিশে শান্তির সাথে বসবাস করবে।

এরপর আরেকজন স্থানীয় মহিলা এ্যাভলিন সাহেবা বলেন, পরিতাপের বিষয় হলো, ইসলামের এ চিত্র বিশ্ববাসীকে দেখানো হয় না। তাছাড়া আপনাদের জামা'তের লোকেরা খুবই পরিশ্রমী ও অতিথিপরায়ণ।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, এরপর ফ্রান্সের সফর করেছি। সেখানে জলসা হয়, আর সেখানেও একইভাবে অ-আহমদী ও অমুসলিম অতিথিদের সাথে বৈঠক হয়েছে যাতে প্রায় ৭৫ জন অতিথি উপস্থিত ছিলেন। সেখানে একজন মহিলা অতিথি বলেন, খলীফা যখন এ কথা বলেন যে, **তিনি ফ্রান্সে বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত সন্ত্রাসী হামলার নিন্দা জানান**—এ কথা বলার মাধ্যমে তিনি সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এ ধরনের সন্ত্রাসী হামলার সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। তিনি আরো বলেন, আহমদীয়া জামা'তের ইমাম ইসলামের যে বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন তাতে বুঝা যায় যে, মুসলমানেরা সহজেই পশ্চিমা বিশ্বের সাথে মিলেমিশে থাকতে পারে। তিনি আরো বলেন, যারা বলে যে, পশ্চিমা বিশ্বে ইসলামের কোন স্থান নেই, মুসলমানরা সেখানে মিলেমিশে থাকতে পারে না, তারা ভুল বলে। এমন লোকদের উচিত আজকের বক্তৃতা শ্রবণ করা।

এরপর মরক্কোর অধিবাসী আরেকজন অ-আহমদী অতিথি সুফিয়ান সাহেব বলেন, আজকের বক্তৃতা শুনে আমি বুঝতে পেরেছি যে, আপনারাই সত্যিকার ও প্রকৃত মুসলমান। আর যারা বলে যে, আপনারা মুসলমান নন, তারা পুরোপুরি ভুল কথা বলে থাকে।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, এরপর আমি যেমনটি উল্লেখ করেছি, গত ৮ অক্টোবর তারিখে ইউনেস্কোতে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে ৯১ জন অতিথি অংশ নিয়েছিলেন ইউনেস্কোতে মালি-র রাষ্ট্রদূত উমর ক্যায়দা সাহেব নিজের মনোভাব প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, জামা'তের ইমাম শান্তির বিস্তার ঘটাচ্ছেন। শান্তির বার্তা প্রচারের কারণে আমি তাঁকে সাধুবাদ জানাচ্ছি। শান্তির কথা বলার জন্য ইউনেস্কো একটি আদর্শ স্থান। অতঃপর তিনি বিস্তারিত নিজের ভাবাবেগ প্রকাশ করেন যে, এই বক্তৃতার মাধ্যমে অনেক বিষয় আমরা খুব সুন্দরভাবে অবগত হয়েছি। অতঃপর তিনি আরো বলেন, এটিই সেই জিনিস,বর্তমানে উম্মতে মুসলেমা যার মুখাপেক্ষী। তিনি মালীর অধিবাসী এবং নিজেও মুসলমান, তথাপি তিনি বলেন, **এটিই সেই জিনিস যা বর্তমানে মুসলিম জাতির খুবই প্রয়োজন**।

এরপর ন্যাটো মেমোরিয়ালের প্রধান জনাব ব্রেণ্টন সাহেব, এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পেরে নিজের আনন্দ প্রকাশ করে বলেন, 'আমি চাই, বেশি বেশি মানুষ আহমদীয়া জামা'তের ইমামের বাণী শোনবে—এটিই আমার বাসনা।'

ফ্রান্সে মালির সাথে সম্পর্কযুক্ত ক্যাথলিক এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি দিয়ালু সাহেবও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, যদি পৃথিবীতে সেই ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয় যা আহমদীয়া জামা'তের ইমাম উপস্থাপন করছেন, তবে পৃথিবীর সব সমস্যা অচিরেই দূর হয়ে যাবে।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, এরপর স্ট্রসবার্গে মসজিদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ছিল। এটি ফ্রান্সের আরেকটি শহর যা জার্মানীর সাথে সীমান্তে অবস্থিত। সেখানে প্রায় ১৯১ জন অতিথি অংশগ্রহণ করেন।

ফ্রান্সের সংসদ সদস্যা মার্টিন সাহেবা বলেন, আমি খুবই খুশি যে, তিনি একটি সম্পূর্ণ ও সকল অর্থে পরিপূর্ণ বক্তব্য দিয়েছেন। এটি শান্তি ও ভ্রাতৃত্বের বাণী, যা সমগ্র পৃথিবীর জন্য। ফ্রেঞ্চ লোকদের এটি জানা প্রয়োজন যে, মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা যে ইসলাম সম্পর্কে জানি, তা ভিন্ন। আমাদের এ প্রকৃত ও খাঁটি ইসলাম সম্পর্কে জানতে হবে।

আরেকজন অতিথি বলেন, নিজের অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা আমার জন্য সম্ভব নয়। ইসলামের এই সংগঠন সম্পর্কে পূর্বে আমার কোন জ্ঞান ছিল না। আজকে যা কিছু আমি এখানে শুনেছি তার প্রশংসা না করে আমি থাকতে পারছি না। ইসলামের এই শাখাটি শান্তি প্রিয়, আর এটিই ইসলামের প্রকৃত চিত্র। এটি এমন ইসলাম যেখানে রয়েছে মানবতা, প্রেম ও ভালোবাসা। এখন আমি বুঝতে পেরেছি যে, আমাদেরকে যে ইসলাম সম্পর্কে বলা হয় সেটি ইসলাম নয়, বরং সেটি অন্য কিছু।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, গত ১৪ই অক্টোবর তারিখে উইযবাদেন-এ মসজিদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ছিল। এই অনুষ্ঠানে ৩৭০ জন অতিথি অংশগ্রহণ করেন। ক্যাথলিক চার্চের একজন পাদ্রি বলেন, তিনি তাঁর বক্তৃতায় সকল দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করেছেন আর এগুলোর সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত পোষণ করি। পৃথিবীর সকল নেতা যদি শান্তি সংক্রান্ত এমন বক্তৃতা করত তাহলে অনেক ভালো হতো।

অতঃপর একজন মহিলা ছিলেন, দোনি সাহেবা, যার সম্পর্ক 'ডাই গ্রুন' পার্টির সাথে। তিনি উইযবাদেন শহরের সংসদের ইন্টিগ্রেশন বিভাগে কাজ করেন। তিনি বলেন, এ বক্তৃতাটি অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক অনুভূত হয়েছে। একটি কথা, যা আমার জন্যও খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং যা আমি কখনো ভুলবো না, তা হলো- সমস্ত আহমদীর নিজ পরিবেশের তথা সমাজের জন্য কল্যাণকর সত্তায়

পরিণত হওয়া উচিত; যদি সমস্ত মুসলমান ফিরকা আহমদীদের মতো খোলা মনের হতো তাহলে আমাদের পরস্পর মিলেমিশে থাকা অনেক সহজ হয়ে যেত। হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, এখানে এটাও স্পষ্ট করতে চাই যে, অবশ্যই আমরা মিলেমিশেই থাকি; কিন্তু কতিপয় লোক কখনো কখনো চাটুকারিতা প্রদর্শন করে। তাই নিজেদের শিক্ষার গন্ডির ভেতর থেকে কথা বলুন। নিজেদের সীমারেখার মাঝে থেকেও অনেক সুন্দর করে আমাদের শিক্ষা তাদের সামনে উপস্থাপন করা সম্ভব। তাই ভীত হবার কিছু নেই। ইন্টিগ্রেশন বা সমাজের অঙ্গীভূত হওয়ার অর্থ হলো উত্তম চরিত্রিক শিক্ষার সীমারেখার ভেতর থেকে ইসলামের শিক্ষা পৃথিবীর সামনে উপস্থাপন করা।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, এরপর ফুলডাতে **বায়তুল হামিদ** মসজিদের উদ্বোধন হয়। এই অনুষ্ঠানেও তিনশত ত্রিশজন অতিথি অংশ নিয়েছিলেন। হুযুর আনোয়ার (আইঃ) এর বক্তৃতা সম্পর্কে হার্‌ল সাহেব তার বক্তৃতায় বলেন, ইতিপূর্বে ইসলামী শিক্ষামালার সাথে আমাদের যে পরিচয় ছিল তা ইসলামের সঠিক চিত্র উপস্থাপন করে না, তাই আজকের এই সন্ধ্যা আমার জন্য একটি ইতিবাচক ও শান্তিপূর্ণ বার্তা নিয়ে এসেছে।

আরেকজন অতিথি হলেন সেখানকার স্থানীয় স্কুলের শিক্ষক। তিনি বলেন, স্কুলের ছাত্রদের এই বক্তৃতাটি শুনিয়ে জিজ্ঞেস করা উচিত যে, আপনারা এটি থেকে কী বুঝেছেন? আপনাদের মতে এই অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা কোন্ ধর্মের হতে পারে?

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, এরপর বার্লিনে যে অনুষ্ঠানের কথা আমি উল্লেখ করেছিলাম সেখানে ইউরোপে ইসলাম বিষয়ে বক্তৃতা ছিল। সংসদ সদস্য আলেকজান্ডার সাহেব বলেন, যদিও এ বিষয়টি নতুন এবং যুগের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ; কিন্তু খলীফা নিজ মতবাদকে প্রাচীন ইসলামী উৎস দ্বারা সমর্থিত করে প্রমাণ করেছেন যে, ইসলাম এবং কুরআন প্রথম দিন থেকেই ধর্মের ভিত্তি, মানুষের প্রতি সহানুভূতি এবং শান্তি ও সৌহার্দ্যের শিক্ষার ওপর রেখেছে।

একজন প্রফেসার হারবার্ট হাইডে সাহেব বলেন, আপনাদের জামা'তকে- শিক্ষাক্ষেত্রে দর্শনীয় মর্যাদায় উন্নীত করে। এরপর সাবিন লেডিন সাহেবা বলেন, আহমদীয়া জামা'তের ইমাম ভবিষ্যৎ মানব প্রজন্মের দু ঃখ-কষ্টকে সময়মত অনুভব করে, যেভাবে বর্তমান নেতৃবৃন্দকে সতর্ক করেছেন—তার গভীর প্রভাব আমার হৃদয়ে পড়েছে।

আরেকজন অতিথি বর্ণনা করেন যে, খলীফার বক্তৃতায় যে বিষয়টি আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে তা হলো, তালিম ও তরবিয়্যতের গুরুত্ব। কেননা, মানুষের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কী শিক্ষা প্রদান করে তা যদি জানা থাকে তাহলে আমরা বিভিন্ন সমস্যা থেকে আজ বেঁচে থাকতে পারবো।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, আজ আহমদী যুবকদেরও দায়িত্ব হলো বিশেষভাবে পবিত্র কুরআন পড়ে অনুধাবন করা, যাতে করে অন্যদের বুঝানো যায়, আর এরপর তারা এর উপর চিন্তা-ভাবনা করতে এবং এর প্রজ্ঞা অনুধাবন করতে আর এর শিক্ষার উপর আমল করতে বা এই শিক্ষাকে মানতে বাধ্য হবে।

এরপর মেহদিয়াবাদের মসজিদের উদ্বোধন ছিল। এই অনুষ্ঠানে প্রায় ১৭০জন অতিথি অংশগ্রহণ করেন। একজন অতিথি ভাইস মেয়র বলেন, আমি ফিরে গিয়ে অবশ্যই খলীফার কথাগুলো প্রচার করব। আর যখনই ইসলামের ওপর কেউ আপত্তি করবে, তখনই আমি যুগ-খলীফার কথা উপস্থাপন করে ইসলামের সুরক্ষা করার চেষ্টা করব।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, নামাযের পর আমি একজনের গায়েবানা জানাযার নামাযও পড়াবো, যা ভারতের কেরালাস্থ পালঘাটস এর মুবাল্লিগ সিলসিলাহ্ শ্রদ্ধেয় মৌলভী মাহমুদ আহমদ সাহেবের জানাযা। গত ১৫ই অক্টোবর ৫৪ বছর বয়সে তাঁর ইন্তেকাল হয়, **ইন্নালিল্লাহে অ-ইন্না এলাইহে রাজেউন**। তাঁর পিতা শ্রদ্ধেয় মৌলভী কে. মুহাম্মদ আলভী সাহেবের মাধ্যমে তাদের পরিবারে আহমদীয়াতের সূচনা হয়েছিল, যিনি অ-আহমদীদের একজন প্রখ্যাত আলেম ছিলেন। আহমদীয়াত গ্রহণের কারণে তাকে চরম বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাঁর মাধ্যমে কেরালা প্রদেশে শত শত মানুষ আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। মরহুম মৌলভী কে. মাহমুদ আহমদ সাহেব তার পিতার উপদেশ মেনে কলেজের পড়াশোনা ত্যাগ করে জামেয়া আহমদীয়ায় ভর্তি হয়েছিলেন এবং ১৯৮৮ সনে জামেয়া পাশ করেন। মরহুম বড় মাপের একজন আলেম ছিলেন। (তিনি) খোদাভীরু, নামায-রোযায় অভ্যস্ত, নিয়মিত তাহাজ্জুদ আদায়কারী, দোয়ায় অভ্যস্ত, দরিদ্রদের সেবক, ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ ও নিষ্ঠাবান একজন মানুষ

ছিলেন। পবিত্র কুরআন, হাদীস, হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) এবং খলীফাগণের বই-পুস্তকের গভীর জ্ঞান রাখতেন। আরবী, উর্দূ, মালায়ালম এবং তামীল ভাষায় যথেষ্ট দক্ষ ছিলেন। মরহুমের নিজস্ব পাঠাগার ছিল আর এতে অগণিত দুর্লভ বই-পুস্তক ছিল। কেরালা প্রদেশের তামিলনাড়ু, লাক্ষাদীপ এবং বহির্বিশ্বের কুয়েতে তিনি সেবা করার তৌফিক পেয়েছেন। তিনি একজন সুবক্তা এবং বিতার্কিকও ছিলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহেঃ) এর নির্দেশে ১৯৯৪ সনে শ্রদ্ধেয় মওলানা দোস্ত মোহাম্মদ শাহেদ সাহেব এবং হাফেয মোজাফ্ফর আহমদ সাহেবের সাথে তিনি জামা'তের এক ঘোর বিরোধী মৌলভীর সাথে মুনাযেরা করারও তৌফিক লাভ করেন। মরহুম মূসী ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে দু'জন স্ত্রী এবং তিনকন্যা রয়েছেন। আল্লাহ্‌র কৃপায় (তাঁর) দু'জন জামাতা ওয়াক্‌ফে জিন্দেগী। তার এক জামাতা লিখেছেন, জামেয়ার শেষ-বর্ষের ছুটিতে তিনি তাঁর পিতার নির্দেশে বাড়ি না গিয়ে বরং দু'মাস শুধুমাত্র হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর বইপুস্তক অধ্যয়নের জন্য উৎসর্গ করেন। (হুযূর বলেন,) জামেয়ার শিক্ষার্থীদের জন্য এতে অনেক বড় এক আদর্শ-শিক্ষা রয়েছে। ১৯৯৮ এবং ২০১৫ সনে 'আঞ্জুমানে এশায়াতে ইসলাম' এর সাথে আহমদীয়া জামা'তের ঐতিহাসিক মুনাযেরা হয়, যাতে মরহুম বিতার্কিক হিসেবে সেবা প্রদানের তৌফিক লাভ করেন। এছাড়া আহলে কুরআন এবং আহলে হাদীস এর সাথেও তিনি কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'লার কৃপায়ই সফল বিতর্ক ও বাহাস করার সৌভাগ্য লাভ করেন। মরহুম নামায-রোযায় অভ্যস্ত ছিলেন। অল্প বয়স থেকেই তাহাজ্জুদ পড়ায় অভ্যস্ত ছিলেন। তার জামাতা লিখেন, শৈশব এর একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয় যে, একবার মরহুম তাহাজ্জুদের নামায পড়তে পারেন নি, এতে তাঁর পিতা বলেন, (হে আমার ছেলে) আপনি কি মাকামে মাহমুদ লাভ করতে চান না? সেদিন থেকে তিনি এই উপদেশকে মন-মস্তিকে গেঁথে নেন আর সারা জীবন এর ওপর আমল করেন, এমনকি অসুস্থতা এবং প্রচণ্ড দুর্বলতার সময়ও এর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন। খিলাফতের প্রতি ঐকান্তিক ভালোবাসা, শ্রদ্ধা এবং গভীর নিষ্ঠাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। তালীম-তরবীয়ত ও তবলীগি অধিবেশনের একটি বড় অংশ খিলাফতের জন্য নির্ধারিত থাকতো, এই বিষয়ে আলোচনা করতেন আর এ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে অধিকাংশ সময় আবেগাপ্লুত হয়ে পড়তেন। ২০১৫ সনে একজন মহিলা তার সন্তানদের নিয়ে আহমদী হন। তার স্বামী বহির্বিশ্বে ছিলেন, তিনি ফিরে এলে তাকেও তিনি তবলীগ করেন। উক্ত অ-আহমদী ব্যক্তি একটি প্রশ্ন করেন যে, খিলাফতকে মানার আবশ্যকতা কী? তখন মরহুম খিলাফতের মর্যাদা ও গুরুত্ব এবং কল্যাণরাজি সম্পর্কে এত আবগপ্রবণ হয়ে আলোচনা করেন যে, তার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়ে আর সেই অ-আহমদীর ওপরও এর এমন প্রভাব পড়ে যে, তিনি তৎক্ষণাৎ, অন্যান্য বিষয়তো ঠিকই ছিল– একথা শোনামাত্রই তিনি বয়আত গ্রহণ করেন।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, সত্যিকার অর্থেই তিনি খিলাফতের **'সুলতানে নাসীর'** ছিলেন। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ ব্যবহার করুন। তাঁর পদমর্যাদা উন্নীত করুন আর তাঁর সন্তান-সন্ততিকেও তাঁর পুণ্যসমূহ ধরে রাখার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

BOOK POST
PRINTED MATTER

Bangla Khulasa Khutba Jumma
Huzoor Anwar (ATBA)
1 November 2019

www.mta.tv
www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org

From : Ahmadiyya Muslim Mission, Nalhati, Piranpara, Birbhum, 731243, W.B